চতুষ্পর্ণী

রান্নাঘরের ভোলবদল

বাড়ি হোক বা ফ্ল্যাট, রান্নাঘরটা একটু সুন্দর সাজানো থাকলে গৃহিণীর মন ভালো থাকে। মডিউলার কিচেনে আধুনিক প্রজন্মের অনেকেই এখন অভ্যস্ত। কিন্তু রান্নাঘর যদি মডিউলার নাও হয় তবু তার সাজগোজে কোনও সমঝোতা করবেন না। ছোট থেকে মাঝারি রান্নাঘরের সাজ নিয়ে পরামর্শ দিলেন ইন্টিরিয়র ডিজাইনার **মীনাক্ষী রায়।**

রান্নাঘর ছোট হলে

ছোট রান্নাঘরের ডিজাইন শুরু করুন একেবারে সিলিং থেকে, বললেন ইন্টিরিয়র ডিজাইনার মীনাক্ষী রায়। একটু উঁচু করে ক্যাবিনেট বানিয়ে নিন। প্লেট, বাটি, গ্লাস, রান্নার সামগ্রী রাখার জার ইত্যাদির মাপে বানান এই ক্যাবিনেট। এই ধরনের রান্নাঘরে একটা রট আয়রনের হ্যাঙ্গিং ল্যাডার রাখবেন। সিলিং থেকে হুক দিয়ে ঝোলানো এই মইগুলো টেনে নামানো যায়। আবার প্রয়োজন মিটলে ভাঁজ করে তুলেও দেওয়া যায়। একটু উজ্জ্বল রঙের মই রান্নাঘরের দেওয়াল বা টালির রঙের সঙ্গে কম্বিনেশন অথবা কনট্রাস্টে রাখতে পারেন। সিলিংয়ের মতোই রান্নাঘরের মেঝে থেকেও পাল্লা দেওয়া তাকের ব্যবস্থা রাখবেন। রান্নার ভারী বাসন, যেমন হাঁড়ি, কড়া, স্যসপ্যান রাখার জন্য এই তাকগুলো কাজে লাগবে।

ছোট রান্নাঘরের একটা দেওয়ালে সুদৃশ্য বেশ কিছু তাক বানিয়ে নিন। এই তাকগুলোর সঙ্গে প্লাগ পয়েন্টের সংযোগ রাখবেন। এগুলো হল রান্নাঘরের বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি রাখার জন্য, জানালেন মীনাক্ষী। তাঁর মতে, এমনভাবে এই যন্ত্রগুলো রাখতে হবে যাতে যে কোনও সময় তা ব্যবহার করা যায়। এছাড়া রান্নাঘরের কাউন্টার এমনভাবে করবেন যাতে গ্যাস আভেন রাখার পরেও ইন্ডাকশন কুকার ও মাইক্রো আভেন রাখার জায়গা থাকে।

জায়গার অভাব থাকলে রান্নাঘরের সিঙ্কের সঙ্গেই বাসনের জল ঝরানো, তরকারি ধোয়ার ড্রেনবোর্ড ইত্যাদি লাগিয়ে নিন। এমনভাবে লাগাবেন যাতে তা খুলে রাখা যায়। এই ধরনের ডিট্যাচেবল বোর্ড থাকলে বাড়তি জায়গা নষ্ট হয় না। এক্ষেত্রে কলের ধরনটাও একটু ভিন্ন হবে, বললেন মীনাক্ষী। আজকাল আধুনিক কিছু কল পাওয়া যায় বাজারে যাতে দু'তিন রকম জলের ফ্লো থাকে। অর্থাৎ যখন কিছু ধুচ্ছেন তখন রেনওয়াটার নজেল চালান। যখন বাসন মাজবেন তখন নর্মাল মোডে চালান, এইভাবে কাজের ধরন অনুযায়ী বদলে বদলে জলের ব্যবহার করলে অযথা জল নষ্ট হবে না।

মাপ যখন মাঝারি

মাঝারি রান্নাঘরের ক্ষেত্রে জায়গাটা আর একটু বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে গ্যাস, ইন্ডাকশন কুকার এবং মাইক্রোআভেন রাখার পরেও যদি অতিরিক্ত জায়গা থাকে রান্নাঘরের স্ল্যাবে তাহলে সেখানে একটা ড্রেনিং ইউনিট বানিয়ে নিন। ধোয়া বাসনপত্র থেকে জল ঝরিয়ে নিতে পারবেন অনায়াসে। এক্ষেত্রে মোটামুটি হাতের নাগাল পাওয়া যায় এমন উচ্চতায় ক্যাবিনেট রাখুন। তবে তাতেও দুটো ভাগ করে নিন। উপরের ক্যাবিনেটগুলো প্লেট, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি রাখার জন্য বরাদ্দ রাখুন। আর নীচে যে পাল্লাওয়ালা তাক লাগাবেন তাতে রান্নার ভারী বাসন রাখুন।

কাপের ক্ষেত্রে ছোট বড় দু'ধরনের রান্নাঘরেই হুকের ব্যবস্থা করুন। উপরের ক্যাবনেটের তলা থেকে নানা মাপের হুক লাগাবেন। তার থেকে ঝুলিয়ে দেবেন কাপগুলো। এক্ষেত্রে একটা নকশা মেনে চলতে পারেন। কাপের নানারকম রং পরপর সাজান। সেটের কাপ পরপর না রেখে বরং বিভিন্ন সেট মিলিয়ে মিশিয়ে রাখলে সাজে রঙের বৈচিত্র্য আসবে। কাপের রং শুধু নয়, মাপের ক্ষেত্রেও এই বৈচিত্র্য মেনে চলতে পারলে ভালো। নানা মাপের কাপ, ছোট বড় মিলিয়ে মিশিয়ে রাখবেন।

বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম

আধুনিক রান্নাঘরে যে ধরনের বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম রাখা দরকার তার মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে মিক্সার গ্রাইন্ডার। আজকাল একই যন্ত্রে নানারকম ব্লেডযুক্ত জার পাওয়া যায়। কমবেশি সব মাপেই বাটা সম্ভব হয় তার সাহায্যে। কেনার সময় দেখে কিনবেন। এছাড়া মাইক্রো আভেন, ওটিজি, এয়ার ফ্রায়ার, মাল্টি কুকার, জুসার, কফি মেশিন, ইলেকট্রিক কেটল, টোস্টার, স্যান্ডউইচ মেকার, ছোট ইলেকট্রিক গ্রিলার ইত্যাদিও রাখবেন রান্নাঘরে। এবং প্রতিটিই যেন প্লাগে লাগানোর ব্যবস্থা থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। মাল্টি কুকার আসলে রাইস কুকারেরই উন্নত সংস্করণ। ভাত ছাড়াও পোলাও, খিচুড়ি, বিরিয়ানি সহ নানাধরনের ভাতের পদ রান্না করা যায়।

সিঙ্ক সংলগ্ন দেওয়ালে জলশোধক যন্ত্র লাগাতে পারেন। অনেকে আবার বিল্টইন জলশোধক যন্ত্রও ব্যবহার করছেন রান্নাঘরে। সেগুলো সিঙ্কের নীচে ফিট করা থাকে। উপরের দিকে পাইপের মুখটা থাকে, তাই জল নিতে সমস্যা হয় না।

রান্নাঘর যদি মাঝারি থেকে বড় হয় তাহলে তার মাঝামাঝি একটা ক্যাবিনেট সরিয়ে গ্রিল বা তন্দুর আভেন ঢোকাতে পারেন সেখানে। যদি ইলেকট্রিকের সাহায্যে এই ধরনের আভেন চালানোর ব্যবস্থা করতে চান তাহলে তার প্লাগটা রান্নাঘরের উপরের অংশে কোনও দেওয়ালে রাখুন। নাহলে চালাতে অসুবিধে হবে।

টুকটাক সাজগোজ

গরম বাটি বা প্লেট আভেন অথবা ইনডাকশন থেকে বের করতে একটু মোটা কাপড়ের গ্লাভস ব্যবহার করুন। এই ধরনের হাতমোজায় বিভিন্ন রং থাকে। ফুলেল নকশা, চেকস, জ্যামিতিক আকার ইত্যাদি পাবেন। উজ্জ্বল রঙের হাতমোজা রান্নাঘরের একপাশে কোনও হুক থেকে ঝুলিয়ে রাখুন। গরম হাঁড়ি বা কড়াই গ্যাস থেকে স্ল্যাবের উপর না নামিয়ে তা রাখার জন্য ব্যবহার করুন কাউন্টার ম্যাট। এই ম্যাট বাঁশের, বেতের বা কাপড়ের হতে পারে। অনেকে সিলিকন বা ফাইবারের ম্যাটও পছন্দ করেন। সিলিকন, কাপড় বা ফাইবারের ম্যাট হলে তার রং যেন রান্নাঘরের ডেকরের সঙ্গে মানানসই হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এই ম্যাটগুলো রান্নাঘরের কাউন্টারের একধারে সাজিয়েও রাখতে পারেন।

বাসন মাজার জন্য সাবান রাখার নানারকম সোপ ডিসপেনসার পাওয়া যায়। সেরামিকের নকশা করা ডিসপেনসার সিঙ্কের পাশে রাখতে পারেন। অথবা দেওয়ালে লাগানো সোপ ডিসপেনসারও ব্যবহার করতে পারেন। আধুনিক প্রযুক্তির সিঙ্কে অনেক সময় ইনবিল্ট সোপ ডিসপেনসার থাকে। রান্নাঘরে মোছামুছির জন্য কাপড়ের বদলে টিস্যু রোল ব্যবহার করুন। এই রোল ঝোলানোর জন্য একটা হাতলের ব্যবস্থা রাখুন সিঙ্কের আশপাশে।

সবুজের ছোঁয়া

রান্নাঘরের জানলার কাছে ইন্ডোর প্লান্ট রাখুন। আর তার গ্রিলে ঝুলিয়ে দিন হ্যাঙ্গিং কিচেন গার্ডেন। সেখানে পার্সলে, ধনে, পুদিনার মতো গাছ রাখুন। ছোট্ট এই বাগানগুলো রঙিন টব সহযোগে পাওয়া যায় অনলাইন স্টোরে। নিজের চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী কিনুন। ছোট রান্নাঘরের ঝুলন্ত টব থেকে একটা বা দুটো গাছই যথেষ্ট।

কমলিনী চক্রবর্তী

বরফে ঢাকা এক অপূর্ব স্বর্গরাজ্য। অপার্থিব রূপের মহিমায় মন ব্যাকুল হবেই। গুলমার্গ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বহুদিন হৃদয়ে থেকে যায়।

বরফ ঢাকা গুলমার্গ

মন ভোলানো, চোখ জুড়ানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে গুলমার্গ এমনই এক পাহাড়ি অঞ্চল যা একসময় ব্রিটিশদের গ্রীষ্মাবকাশের অন্যতম পছন্দের ঠিকানা ছিল। গুলমার্গ অর্থাৎ ফুলের উপত্যকা। শুনলাম আগে নাম ছিল গৌরী মার্গ। সুলতান ইউসুফ নাম বদলে রাখেন গুলমার্গ। সম্রাট জাহাঙ্গীরেরও খুব পছন্দের জায়গা ছিল এটি। আসলে পুরো কাশ্মীরই রাজরাজরাদের গল্প-কাহিনি আর ইতিহাসে ভরপুর। শ্রীনগর থেকে আমাদের গাড়িটা যতই গুলমার্গের পথে এগচ্ছিল উত্তেজনার পারদ ততই চড়ছিল। গাড়িচালক সন্দীপ কথা দিয়েছিল সে সকালবেলায় আমাদের বরফে মোড়া গুলমার্গে নিয়ে যাবে। বরফ শব্দটার উপর একটা দুর্বলতা আমার রয়েছে। বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো ঠান্ডার সময় শীতের দেশে বরফের দেখা নিয়ে বাঙালির আহ্লাদেপনার শুরু আছে শেষ নেই। তাই আপামর বাঙালির মতোই বেড়াতে গিয়ে বরফের দেখা মিললেই কেমন যেন একটা 'লাভ ইউ জিন্দেগি'-র মতো গান গাইতে ইচ্ছে করে। গাড়ি যত এগিয়ে চলেছে, দেখছি রাস্তার দুই পাশে জমাট বাঁধা বরফ ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে। তারই মাঝে বড় বড় পাইন, চিনার, দেবদারুরা যেন সবুজ কবিতা হয়ে দাঁড়িয়ে। বড় মনোরম সে দৃশ্য। ক্যামেরাবন্দি করেও সুখ নেই, মনে হয় কী যেন বাকি রয়ে গেল।

ভূস্বর্গের গুলমার্গ! বরফের সাম্রাজ্য আর নিসর্গের ছোঁয়া, সেই রূপে পাগলপারা প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকের দল। সব মিলিয়ে দারুণ অভিজ্ঞতা। শীতল ঝরনা পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ, আর হঠাৎ হঠাৎ মেঘের শামিয়ানা ধরে শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ যেতে সময় লাগল ঘণ্টা দুয়েক। শীতের মরশুমে বরফে ছাওয়া যেন ভারতের ছোট্ট সুইজারল্যান্ড। গুলমার্গের অনন্য প্রকৃতিকে শুধু চোখে দেখেই মন ভরে না, অনুভব করতে হয়। দেখলাম, চারদিকে বরফ অন্তত পাঁচ-ছ'ফুট পুরু। চলতে হলে বরফে পরার জুতো, স্পাইক দেওয়া লাঠি, ওভারকোট পরতেই হবে। সবকিছুই গুলমার্গে ভাড়া পাওয়া যায়।

বরফ বিছানো বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সুদৃশ্য কাঠের বাড়ি অল্প দূরে বরফের মাঝখান থেকে উঁকি মারছে চার্চ। চলছে স্লেজ গাড়ি। গাইড শাহিনের কথায় জানলাম এখানে প্রচুর সিনেমার শ্যুটিং হয়েছে। আমিই বা কম যাই কীসে? আমার ছবি কেউ তুলুক না তুলুক নিজেই চারটি সেলফি তুললাম! এখানে ফোটোগ্রাফারও পাওয়া যায়। যাঁরা আপনার জীবনের এই আনন্দময় মুহূর্তগুলোকে ক্যামেরাবন্দি করে তক্ষুনি অ্যালবামে সাজিয়ে দিতে হাসিমুখে তৈরি।

প্রকৃতি মানুষের মনে এমনই অনুভূতি আনে যা বয়সের সীমারেখা নিমেষে দূরে ঠেলে দেয়। দেখছিলাম বয়স্করাও কী সুন্দর আহ্লাদে, আনন্দে মেতে উঠে ছবি তুলছেন, কাব্যি করছেন, গলা ছেড়ে গান গাইছেন। উজ্জ্বল ঝকমকে রোদ পিঠে চাপিয়ে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল স্বর্গ কি এর চাইতেও সুন্দর? প্রকৃতির যে কত রকম রূপ! চারদিকে অপার নৈঃশব্দ্য। পাইন দেবদারুর গায়ে থোকা থোকা বরফ যেন সাদা ফুল হয়ে ফুটে আছে। কোথাও আবার একদিনের পুরনো বরফ থেকে জল ঝরছে টুপটুপ। তারই মধ্যে বিপণির ব্যবস্থা রয়েছে।

কেবল কার প্রকল্প, গুলমার্গ গন্ডোলা হল গুলমার্গের শীর্ষ আকর্ষণ। ফরাসি ভাষায় গন্ডোলা মানে স্বর্গের গাড়ি। ছ'জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। দু'টি পর্যায়ে ভ্রমণ সম্ভব। প্রথম পর্যায়ে দর্শনার্থীদের ৪৫৩০ ফুট উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১২,২৯৩ ফুট উচ্চতায় নেওয়া হয়। স্বর্গের গাড়িতে চড়ে যখন মেঘের কোলে ইচ্ছেডানাকে মেলে দিয়েছি তখন মনের ভেতরের এক অনন্য, অনবদ্য, অবিস্মরণীয় অনুভূতি। সেখানে পাইন গাছগুলোর সারা শরীর জুড়ে বরফের কম্বল! একদম অন্যরকম লাগছে দেখতে। রোপওয়ের মধ্যে বসে পাওয়ার কাট। এও এক উপরি পাওনা। বেশ খানিকক্ষণ শূন্যে ঝুলে থেকে চারপাশ দেখলাম প্রাণভরে। একটু যে বুক ঢিপ ঢিপ করছিল না তা নয়। কিন্তু প্রকৃতির অমন পাগলপারা রূপ সব ভুলিয়ে দিল। আইস স্কেটিংয়ের একেবারে প্রথম অভিজ্ঞতা। যতই পা বসাতে যাই, পা আর চলে না। বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছি। অথচ কী অবলীলায় কাশ্মীরি মানুষজন স্কেটিং করছে। পর্যটকদের জন্য সমস্ত রকম সরঞ্জাম এখানে ভাড়া পাওয়া যায়। গরম বড় মোজা, জ্যাকেট, টুপি ও জুতো। ইন্সট্রাক্টরও থাকেন। স্নো বুট পরে হাঁটতে গেলে চিনির দানার মতো গুঁড়ো বরফে পা বেশ খানিকটা ডুবে যায়। শুধু চোখ ছাড়া সারা শরীরই প্রায় ঢেকে, লম্বা বুট পরে আনাড়ি মানুষের অনভ্যস্ত চলায় ধুপধাপ বরফের মাদুরে পড়ে যাওয়া সেও কম উপভোগ্য নয়। আশপাশের সবাই (কেউ কাউকে চিনি না কিন্তু) আমরা নির্মল হাসিতে মাতছি। এশিয়ার অন্যতম স্কেটিং স্পট গুলমার্গ। স্নো স্কেটিংয়ের দক্ষিণা সাতশো থেকে হাজার টাকা। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি আদর্শ সময়। প্রচুর দেশি বিদেশি পর্যটক এই আকর্ষণে আসেন এখানে। এই খেলায় অভ্যস্ত যারা, তারা খিলেনমার্গ অবধি যায়। সেখান থেকে হিমালয়ের রেঞ্জ এবং পুরো কাশ্মীর উপত্যকা দেখা যায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে। গুলমার্গে ঘোড়ায় চড়াও এক দারুণ অভিজ্ঞতা! দু'পাশে পপলার গাছের সারি, তার মধ্যে দিয়ে মেঘে ঢাকা রোমান্টিক রাস্তা মেঘের পাহাড় দু'হাতে সরিয়ে আপনি ঘোড়ায় চলেছেন। ভাবতেই কী রোমাঞ্চ, তাই না? পৃথিবীর উচ্চতম গল্ফ কোর্স রয়েছে এখানে। শ্রীনগর থেকে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় গুলমার্গ যাওয়ার জন্য। একদিনেই যাতায়াত সম্ভব।

সফরনামা

কীভাবে যাবেন: বিমান বা ট্রেনে শ্রীনগর পৌঁছে সেখান থেকে গুলমার্গ গাড়ি ভাড়া করে, শেয়ার ট্যাক্সি নিয়ে অথবা বাসে যেতে পারেন।

প্রয়োজনীয় তথ্য: গুলমার্গ গন্ডোলার জন্য অনলাইন টিকিট বুক করা যায়। গন্ডোলার বোর্ডিং পাস হাতে পেলে তিন ঘণ্টার জন্য তা বৈধ। সকাল দশটায় খোলে। বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায়।

তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক

ছ-এ ছবি

প্রিয় পাঠক,
বেড়াতে গিয়ে ছবি তোলেন নিশ্চয়ই। আপনার তোলা একটি বা দু'টি ছবি ক্যাপশন সহ আমাদের ইমেল-যোগে পাঠিয়ে দিন। সেরা ছবিটি ছাপা হবে পরের সপ্তাহের চতুষ্পর্ণী-তে। ছবি পাঠান sukhigrihakon@bartamanpatrika.com ইমেল আইডি-তে।

সপ্তাহের সেরা
কাটরা মসজিদ, মুর্শিদাবাদ
ছবি: মুকুট তপাদার

টুকরো খবর

এভারেডির সাইরেন টর্চ

• বাজারজাত হল সুরক্ষা অ্যালার্মযুক্ত ফ্ল্যাশলাইট এভারেডি সাইরেন টর্চ। সদ্য একটি অনুষ্ঠানে ভারতের প্রথম মহিলা আইপিএস অফিসার ডঃ কিরণ বেদির হাত ধরে এই টর্চ বাজারে আনল এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। বিপদে পড়লে টর্চের সঙ্গে যুক্ত চেন ধরে টানলেই এর সাইরেন ফ্ল্যাশলাইট জোরালো ১০০ ডিবিএ সুরক্ষা অ্যালার্ম বাজবে। প্রাত্যহিক জীবনের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বাড়ানোই এর লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে কিরণ বলেন, 'একজন মহিলার মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য এটি প্রয়োজন। সংস্থার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মহিলাদের সুরক্ষার কথা ভেবেই এমন এক যুগান্তকারী যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। গ্রামীণ ভারতের নির্জন খেতখামার থেকে শুরু করে শহুরে ভারতের একা রাতের সফর— সর্বত্র মহিলাদের আত্মরক্ষার শক্তি হবে এই যন্ত্র।' এভারেডি সাইরেন টর্চে থাকছে ১২০ সেমি X ৩২ সেমি মাপের সাইরেন। এই প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে তিনটি আধুনিক রঙে। সঙ্গে থাকছে ইউএসবি টাইপ-বি চার্জিং এবং তিনটে বৈচিত্র্যপূর্ণ লাইটিং মোড। দাম মাত্র ২২৫ টাকা।

সভ্যতার সঙ্কট ও সনাতনী 'বোধি বৃক্ষ'

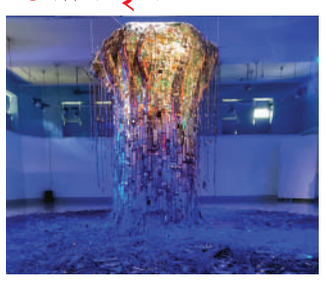

• 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন...'। আর সেই অসুখের জন্য দায়ী আমরাই। নির্বিচারে গাছ কেটে জলাভূমি ভরাট করে উন্নয়নের নামে চলছে ধ্বংসলীলা। দোসর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও। ভোগবাদী বিলাসযাপনে বাড়ছে বর্জ্যের পাহাড়। সভ্যতার জঞ্জালের সেই পাহাড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে শিল্পী সনাতন দিন্দার 'বোধি বৃক্ষ'! ই-ওয়েস্ট বা বৈদ্যুতিন বর্জ্য সামগ্রী দিয়ে তৈরি একটি গাছ, যা নিছক কোনও রূপক নয়। আমাদেরই হাতে তৈরি মূর্তিমান এক নাগরিক সঙ্কট। বিপন্ন সমাজকে সেই দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন শিল্পী সনাতন। গত ১৩-১৯ জুলাই কলকাতায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে হয়ে গেল তাঁর একক প্রদর্শনী 'বোধি বৃক্ষ'। গোটা কর্মকাণ্ডটি তিনি উৎসর্গ করেছেন নিজের শিক্ষক তথা শিল্পী সমীর ভট্টাচার্যের নামে। প্রদর্শনী চলাকালীন তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সনাতন। বোধি শব্দের অর্থ জ্ঞান। বহু যুগ আগে বুদ্ধগয়ায় এক অশ্বত্থ গাছের তলায় বোধিলাভ করেছিলেন এক মহামানব, গৌতম বুদ্ধ। তারই বিনির্মাণ করেছেন শিল্পী সনাতন। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর যেমন আকাশ ফুঁড়ে দেয় 'মাশরুম মেঘ', ঠিক সেভাবেই মাথা তুলেছে তাঁর সৃষ্ট মহীরুহ। তার সারা শরীরে ল্যাপটপ-কম্পিউটারের সবুজ মাদারবোর্ড, এসএমপিএস, ইলেকট্রনিক রিমোট, হেডফোন, অ্যান্টেনা। গা বেয়ে নেমে আসছে টেলিফোনের পাকানো তারের ঝুড়ি। নীচে মাউস, কি-বোর্ড, পুরনো টেলিফোন এবং কালো তারের শিকড়ের জঙ্গল আঁকড়ে ধরেছে গুমরে ওঠা মাটি। হাওয়ায় উড়ছে অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি 'সনাতনী' প্রশ্ন— সবুজের সৌন্দর্য কি শুধুমাত্র মাদারবোর্ডেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

বৈদিক ভিলেজে বৃক্ষরোপণ

• গত ১১ জুলাই বৈদিক ভিলেজে আয়োজিত হয়েছিল বৃক্ষরোপণ উৎসব। সবুজ পৃথিবীর আহ্বানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বৈদিক ভিলেজ অ্যান্ড স্পা রিসর্টের কর্ণধার। বিকেল চারটের সময়

অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। সেই সময় বৈদিক ভিলেজে যে সব অতিথি ছিলেন তাঁরাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অতিথিরাও নিজেদের ইচ্ছায় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বৃক্ষদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাঁচির সাংসদ সঞ্জয় শেঠ। যখন ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে শহর ও শহরতলি ছেয়ে যাচ্ছে তখন সুস্থ জীবনধারণের জন্য সবুজের আরও বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিতেই বৈদিক ভিলেজের এই প্রয়াস।

বিশ্বব্যাপী দুর্গোৎসবের সম্মান প্রদানে জিএসওই

• বাঙালির অন্তরের উৎসব দুর্গাপুজো। গোটা দুনিয়ায় যেখানে যত বাঙালি আছেন, সকলেই মেতে ওঠেন এই ঐতিহ্যবাহী শারদোৎসবে। প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যেও এই পুজোকে ঘিরে উন্মাদনা থাকে চোখে পড়ার মতো। বিশ্বব্যাপী সেইসব দুর্গাপুজো ও তার আয়োজকদের স্বীকৃতি দিতে অনুষ্ঠিত হল 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' (জিএসওই) ২০২৪। এই কাজে এই সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে গ্লোবাল কানেক্ট এবং হেরিটেজ বেঙ্গল গ্লোবাল। সম্প্রতি আইসিসিআর-এ বসেছিল সম্মান ও পুরস্কার বিতরণের আসর। উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ নুসরত জাহান, অভিনেতা ও পরিচালক বরুণ চন্দ, এশিয়ান পেইন্টসের পুরস্কার

বিজয়ী শিল্পী অদিতি চক্রবর্তী এবং জিএসওই-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা বোধিসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ অর্ণব বসু। এবছর পুজোর আবেদন ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বিচার করে গোটা বিশ্বের ৬০টি পুজোকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, হংকং, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে ৮টি সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এবছর বাংলাদেশের সেরা পুজোকেও সম্মানিত করেছে এই সংস্থা। এই প্রসঙ্গে ডাঃ অর্ণব বসু ও বোধিসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কলকাতার আভিজাত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছনো ও দুর্গাপুজোকে ঘিরে প্রবাসে যে উন্মাদনা, তা দেশবাসীর কাছে আনাই এই ধরনের অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এবছর থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের দুর্গাপুজোকে স্বীকৃতি দিয়ে দুই বাংলার সংস্কৃতির আদানপ্রদান করতে চেয়েছি আমরা।' **ছবি: ভাস্কর মুখোপাধ্যায়**

'ক্যানডেরে'-তে শুরু ব্লিং সেল

• কল্যাণ জুয়েলার্স-এর লাইফস্টাইল জুয়েলারি ব্র্যান্ড 'ক্যানডেরে' তার এক যুগের পথ চলা সম্পন্ন করল। ১২ বছরের এই সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখতে এখানে শুরু হয়েছে দ্য বিগেস্ট ব্লিং সেল। চলবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এই সেলে বিভিন্ন রেঞ্জের জুয়েলারিতে পাবেন বিশাল ছাড় ও তাৎক্ষণিক কিছু সুযোগ। আংটি, নেকলেস, দুল সহ নানা অলঙ্কারে সেজেছে এই কালেকশন। এই সময় এখানে হীরের দামে পাবেন ফ্ল্যাট ২০ শতাংশ ছাড়, এর সঙ্গেই পাবেন ৫ শতাংশ ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ব্যাক অফার। কিছু নির্বাচিত অলঙ্কারে বিনামূল্যে মিলবে মেকিং চার্জ এবং কেনাকাটার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাবেন হোম ডেলিভারির সুযোগ। কলেজের সময়ের হালকা গয়না ও হালফ্যাশনের নকশা ঠাঁই পেয়েছে এই কালেকশনে। গ্রাহকরা সহজ কিস্তিতে গয়না কেনার সুযোগও পাবেন।

এলজি নিয়ে এল নতুন মাইক্রোওয়েভ

• নতুন রেঞ্জের মাইক্রো আভেন বাজারজাত করল এলজি ইলেকট্রনিক্স। স্টাইলিশ নকশা ও উন্নত কাটিং এজ টেকনোলজি

সমৃদ্ধ ৯টি নতুন মাইক্রো আভেন মডেল প্রকাশ্যে আনল এই সংস্থা। এর মধ্যে ৭টি স্ক্যান টু কুক সিরিজের ও বাকি ২টি প্রিমিয়াম অবজেক্ট সিরিজের। প্রিমিয়াম সিরিজের ২৮ লিটারের মডেলটি ইতিমধ্যেই গ্রাহকরা কিনতে পারছেন। ৩২ লিটারের মডেলটি শীঘ্রই মিলবে। স্ক্যান টু কুক সিরিজের মডেলগুলি ফ্লোরাল, ওয়েভ, রিগাল ও গ্লসি ব্ল্যাক ফিনিশ নকশায় পাবেন। ২৮ ও ৩২ লিটারের ওয়াইফাই চারকোল মাইক্রোওয়েভে পাবেন যথাক্রমে ৩০১ ও ৪০১টি অটো কুক মেনু। ৩১ রকমের ফ্রোজেন ও রেডি টু ইট মিলের সুবিধা। নকশাদার মডেল ও উন্নত প্রযুক্তির ন'টি মডেলেই পাবেন সিমলেস অপারেশনের জন্য থিনকিউ কানেক্টিভিটি। চারকোল লাইটনিং হিটারে মিলবে ১০ বছরের ওয়ারেন্টি। এই ধরনের মডেলগুলির দাম শুরু ২৬,৪৯৯ টাকা থেকে।